৬

স্বপন- — তুমি বুঝিবে না মোরে,
[redacted] কুমার- স্বপ্নে আসিয়া চলে যাই ঘুম-ঘোরে।
গানের বিহগ এসেছিনু — ফুল ফুটেছিল তব বনে,
ডেকেছিলে তুমি তোমার ফুলের সুরভি-নিমন্ত্রণে।
মিটিয়াছে সাধ — শুনিয়াছ গান, ফুরায়েছে প্রয়োজন,
বাসি লাগে আজ তব [redacted] কানে মোর সঙ্গীত-গুঞ্জন।
বিরাট মানবী — অমরাবতীর তুমি ত অমরা নহ
ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছ তাই শুনি গীত অহরহ।
হে আমার ভীরু! আমার সহিত ঊর্ধ্বে পক্ষ মেলি'
উড়িতে তোমার ভয় জাগে মনে, তাই মোরে অবহেলি'
চলেছ নিম্নে মাটীর-দেশের ভঙ্গুর প্রেম মাগি'
তুমি ধরণীর — নাই তব তৃষ্ণা স্বর্গ-অমৃত লাগি'।
হে প্রিয়, বিদায় দাও!
স্মৃতির শুষ্ক মালা তুলি' মোর বিদায়-পথে বিছাও।...

www.amarboi.org

স্বপ্ন তোমার রঙীন করেছি আমার স্বপন দিয়া
জীবনে তোমার উঠিয়াছে রবি — স্বপ্ন যায়নি টুটিয়া।
যে ফুল স্মৃতি দিয়াছিলে তাহা শুকাইয়া যায় নি,
সে স্মৃতি-ফুলে রাখিয়া চরণ যাবার সময় গেল।
অস্তের মেঘের রঙে রাঙায়েছি তব বঁধুর পথ,
নীরবে এসেছি — নীরবে ফিরিয়া যায় যাক মোর রথ।
কাব্য আমার, সঙ্গীত মোর যাহারে খুঁজিয়া ফিরি,
সেই মানসীর ছায়া হেরিয়াছি দিন তব তনু ঘিরি।
তোমারি মতন মায়া নিয়া, প্রিয়, এল সে কল্পনা,
হরিকণা আমি কি চাই — চলিয়া গেল সেই আনমনা।
শরতের মেঘ সম তারা হায় ক্ষণিক কাঁদিয়া শেষে
চলে গেল দূর প্রান্তর গিরিতে কিশোরের দেশে।
মোরেই ভালোবাসি — মাটির মায়ায় শ্যামল মাদের মন,
মাতোয়ারা মোর সাথে নীলাকাশে রয় তারা কতক্ষণ।

www.amarboi.org

তার কপোলের মত তব গালে বন-কমলীর আভা,
ভুরু দুটী যেন গগনের রেখা দূর দিগন্তে নাবা।
তোমার কপোলে পরাগ মাখাতে যত বন-উপবন-
যুগ যুগ ধরি' যেন গো কুসুম ফোটায় অনুখন।
তোমার ও রাঙা কপোল-পরশ নাহি পেয়ে অভিমানে-
ফুটিয়া তাহারা ঝরে ঝরে পড়ে যেন গো হতাশ প্রাণে।
অধরে তোমার অঙ্কিত যেন গো অমরার সুধা মাখা,
কোন্ সে দেবতা-কবির তুলির রাঙা অনুরাগ-আঁকা।
চৈতী সাঁঝের পাহাড়ি চাঁদের মত সে রুচির শুচি
তোমার শুভ্র হাসিখানি, তাহে ঝরে জোছনার কুচি।
নিশ্বাসে তোমার ফেনিল মদির অমরার তীব্রতা,
মদালস করে তনু মন প্রাণ সে সুরভি-বিধুরতা।
তোমার ভাষায় ভালো যে বাসায় চির-উদাসীরে, প্রিয়!
কবির হৃদয়-রক্তে ছোপানো তোমার উত্তরীয়।
মেখলা-সাঁঝের তমাল-বনের গভীর-কাজল-ছায়া
তোমার দীঘল আঁখি-পল্লবে বিছায়েছে তার মায়া।

www.amarboi.org

দৃষ্টি তোমার সৃষ্টিরে যেন করে সুন্দরতর,
সে যেন কুসুম ফুটাতে পারে গো বন্ধ্যা তরুর 'পর।
বিষাদ-বরষা নামে যবে মোর শ্রাবণ-গগন ভরি'
ঈষৎ চাহিয়া ফোটাও ইন্দ্রধনু সে মেঘের 'পরি।
মৃত্যু-বিধুর বিশ্ব যেন গো ভয়ে উড়ে যেতে চায়,
তব সুন্দর বাহুর বাঁধনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
শুভ্র শিশির-রাশি কে যেন গাঁথিয়াছে গোটা মালা,
গড়ায়ে পড়েছে দুধারে তোমার — তব দুটী বাহু, বালা!
আনিয়াছ তুমি নব পারিজাত-কোরক করিয়া চুরি
স্বর্গ হইতে, রাখিয়াছ তাহা গোপনে বক্ষে পুরি'।
ও যেন তোমার সোনার হৃদয়-দেউলের হেম-চূড়া,
অথবা কুসুমে ঢেকেছ তোমার বক্ষ বেদনাঙ্কুরা।
চরণে তোমার আলতা পরাতে মেঘে ও রং ফোটে,
তোমারে হেরিতে তারাদল নভে উল্কা হইয়া ছোটে।
নিষ্কলঙ্ক তব রূপ হেরি' কলঙ্ক হ'ল চাঁদে,
হিংসায় সে-গো কৃষ্ণপক্ষে মুখ ঢাকি যাতো কাঁদে।

www.amarboi.org

এ রূপ যার শোভা-সম্ভার বিশ্বের বিস্ময়,
মৃন্ময়ী ধরা ধরিয়া যাহারে হইয়াছে চিন্ময়,
যাহার রূপের জ্যোতিতে বুঝিবা দেব-লোক হয় ম্লান,
কে জানিত হায় সে অপরূপায় শুধু রূপ, নাহি প্রাণ!
সুন্দর এই সোনার দেউলে, কে জানিত, দেবী নাই,
এ শুধু রূপের মরু-শিখা — হানে ছলনা সর্ব্বদাই।
রূপ নয় এ যে রূপের শিখা গো, কেবলি দাহন করে,
দলিত হৃদয়ে রাখিয়া চরণ নেচে চলে লীলা-ভরে। ....

মনে পড়ে সেইদিন—
মেঘ-লোক হ'তে তুমি নেমে এলে মায়া-কুহেলিকা-লীন।
তুষার-মাখানো তনুতে তখনো শুভ্র মেঘাবরণ,
রহস্য-লোক পার হয়ে এলে — রহস্য-ভরা মন।
চাঁদের কিরণ জমাট বাঁধিয়া তোমার ও তনু গড়ি —
পথ ভুলে যেন নামিল ধরায় চাঁদের সঙ্গিনী পরী।

চোখ-ভরা শুধু জিজ্ঞাসা যেন, খোঁজে কোন্ বন্ধুরে
~~আসিয়াছ যেন গাহিয়া~~
পাখনা নয়নে মেঘের কাজল, পল্লব-মাখা মায়া,
রূপের সিন্ধু-তরঙ্গ যেন তোমাতে পেয়েছে কায়া।
— সহসা ডাকিলে মোর
আঁখি খুলে আঁখি আঁধারে ডাকে স্বপন যেমন করে।
না-দেখা তোমার বন্ধুর দেখা পাইলে কি মোর মাঝে?
শুধাইতে যাই — ভাষা নাহি পাই, মরি মনে মনে লাজে।
রূপের কুমার আমি নই, আমি রূপের দেশের পাখী,
রূপের কুমারী হেরিলে তাহারে সঙ্গীতে শুধু ডাকি।
সুন্দরে হেরি' কণ্ঠে আমার গানের জোয়ার জাগে,
তবে কি আমারে ডেকেছিলে তুমি মোর গীত-অনুরাগে?
সুরের দেশের পথ-ভোলা পরী — হয়ত কণ্ঠে মম
তোমার দেশের সঙ্গীত-রেশ শুনিয়াছ নিরুপম।
বুঝিলাম — মোরে বাস নাই ভালো, ভালোবাসিয়াছ তুমি
কণ্ঠের মোর সঙ্গীত, মোর কবিতা-কানন-ভূমি।

www.amarboi.org

বুক-ভরা ব্যথা অভিমান লয়ে তবু গাহিলাম গান,
আমার সে সুর-সুরধুনী-স্রোতে তোমারে করানু স্নান।
তোমার রূপের শিখারে স্নিগ্ধ করিলাম আঁখি-জলে,
বসালাম মোর কবিতা-কুঞ্জে ঘন তৃণ-বীথি-তলে।
বলিলাম — "প্রিয়, রূপ নাই আজ, রূপের ভস্ম-শেষ,
আসিয়াছ শেষ অতিথি আমার ভগ্নাবশেষ দেশ!
রূপ নাই, আছে রূপের তৃষ্ণা, রূপ-সৃষ্টির ম্লান,
বুক-ভরা আছে অ-লেখা কবিতা, কণ্ঠে না-গাওয়া গান।"
তবু তুমি এলে, বসিলে কাননে, তব কর-ইঙ্গিতে
কানন আমার কাঁদায়ে তুলিনু সকরুণ সঙ্গীতে।
যত ফুল ছিল গানের কাননে — তারা সব ঝরি' ঝরি'
সঙ্গীতে মোর পড়িল তোমার রাঙা চরণের 'পরি।
কোনোটিরে তার আদর করিয়া খোঁপায় তুলিয়া নিলে,
কোনোটিরে লয়ে ছোঁয়ালে অধরে, কোনোটি ফেলিয়া দিলে।
গানের নেশায় গাহিলাম গান — খুঁজিয়া সে দোষ নাই —
সে গান আমার পাইল আশ্রয় অথবা গাহি বৃথাই।

www.amarboi.org

আমার গানের সুর-হিন্দোলে, বাণীর পুষ্প-রথে
তোমারে লইয়া উধাও হ'লাম অমরাবতীর পথে।
সহসা পিছনে চাহি —
তুমি নাই — কবে নামিয়া গিয়াছ 'ধরণীর পথ বাহি'! —
গন্ধর্ব-দেশের কুমার সে কাহার অভিশাপে
ধরা-মার কোলে লভেছি জনম, হেথা দিবা-দাহ-তাপে
কল্পনা মোর ম্লান হয়ে যায়, সারা মন লাগে ধূলি,
কত না যতনে বাঁচাই কল্প-লোকের কুসুমগুলি,
সে কুসুম লয়ে যারে দিতে চাই সে-ই হানে অনাদর,
হায় রে ধরণী — চাহে নাকো ফুল, চাহে শুধু ফুল-শর! —
আমার পুষ্প-রথ চলে একা অমরাবতীর পথে,
জানি ধরণীর কন্যার নাই নাই ঠাঁই সেই রথে।
গানের দেশের যে-সাথীরে খুঁজি ধরণীর ফুলে ফুলে,
দেখি নাই তারে, হয়ত জীবনে দেখিব না তারে ভুলে।

তুমি হেরি শুধু ভুল করি — এই পারিজাত মোর বুঝি,
ঝরে যায় ফুল, ভেঙে যায় ভুল, আবার সাথীরে খুঁজি।
বন্ধু, করিও ক্ষমা!
আমি উড়ে যাই — কণ্ঠে তোমার মোর গান থাক জমা।
দূর আকাশের উদাসী বিহগ — গাহিতে আসিয়া গান-
আহত কণ্ঠে চলিলাম ফিরে আমার দূর বিমান!
হয়ত নিশীথে, ম্লান সন্ধ্যায়, সকরুণ নিশীভোরে —
~~[illegible]~~
সহসা হেরিবে আমারে আমার করুণ কণ্ঠস্বরে।
হয়ত পড়িবে মনে — কোনোদিন এই সে গানের পাখী-
~~[illegible]~~ তোমার চাঁপার ডালে বসে গেছে কত প্রিয় নামে ডাকি'
চোখে জল ভরে আসে যদি, ঐ বন্ধুর গলা ধরি'
ভুলিতে আমারে ভালোবাসিয়া আদর ~~[illegible]~~ আরো আরো বেশী করি'।
হৃদয়-চটি- ~~[illegible]~~ পান্থ-শালায় কত মুসাফির আসে,
কেহ গাহে গান, ~~[illegible]~~ কারো অভিমান, কেহ আঁখি-জলে ভাসে।

www.amarboi.org

মুসাফির চাঁদ যায় নিজ পথে, হৃদয়-পান্থশালা
নূতন পথিকে লয়ে পুনঃ হাসিকান্নার পালা।
কি হবে কাঁদিয়া মিছে —
সুমুখে হাসিছে সুখ-ইঙ্গিত, দুঃখ কাঁদুক পিছে।
আমার মনের রাঙা রঙ দিয়ে তোমার শুভ্র রূপ
রাঙায়ে গেলাম বিদায়-গোধূলি-মেঘ সম নিশ্চুপ।
আসিবে নতুন পথিক তোমার ঐ রাঙা রূপে ভুলি'
মানুষ-তোমারে আঁকিয়াছে নব রূপে সে আমার তুলি।
হয়ত জাননা তুমি, জানে সবে — আজিকার রূপ তব
শুধু তব নয় — উহারে দিয়াছি আমি রঙ রূপ নব।
বেদনার দিনে স্মৃতি যদি বেঁধে — করিও অহঙ্কার-
কাব্য-আসনে বসেছ কবির লভেছ কণ্ঠ-হার!

৮-৮-'৩১.

www.amarboi.org